জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর

বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর
বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
ঢাকা

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর
বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব
আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

প্রকাশক
আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
৪৯১/১, এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা
ফোনঃ ৮৩১২৯২

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯২

মুদ্রণ
কনফিডেন্স কম্পিউটিং এন্ড প্রিন্টিং
বড় মগবাজার, ঢাকা

মূল্যঃ
বার টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আমাদের কথা

১৯৪১ সালে শতাব্দীর সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯১ সালে জামায়াত প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। মাওলানা মওদূদীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান জামায়াতে ইসলামী। বিগত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এ জামায়াত বর্তমানে কোন্ মন্যিলে এসে পৌঁছেছে? বিশ্ব সংকটের এ ক্রান্তিলগ্নে সে মানবতাকে কি দিতে পেরেছে? কতটুকু দিতে পেরেছে? জাতির কাছে তারই একটি মূল্যায়ন পেশ করার জন্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী গত বছর একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে আলোচনা পেশ করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেল এবং সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলগণসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রবন্ধ পাঠ করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকে। প্রবন্ধের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয় "জামায়াতে ইসলামীর পঞ্চাশ বছরঃ বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব"। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রবন্ধটি তৈরী করেন এবং সেমিনারে পেশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি শিরোনাম দিয়ে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব ও অবদানসমূহ তুলে ধরেছেন। সেমিনারে পঠিত হবার পর প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধটিই আমরা এখন পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি।

এ পুস্তিকার মাধ্যমে পাঠকগণের জামায়াতে ইসলামী ও জামায়াতে ইসলামীর অবদানসমূহ জানার সুযোগ হবে বলে আমরা আশা করি।

২৯-৬-১৯৯২

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

জামায়াতে ইসলামীর জন্ম ও উদ্দেশ্য	৭
আল কুরআনের যথার্থ উপস্থাপনা	৮
"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" বিশ্বব্যাপী এ ধারণার প্রসার	১৪
আজ ইসলাম একটি আন্দোলন হিসেবেও পরিচিত	১৭
মুসলমান একটি মিশনারী জাতির নাম	১৯
সংগঠিত জীবনের বিকল্প নেই	২১
ইসলামী রাষ্ট্রের ধারনা আজ বাস্তব সত্য	২২
ইসলাম সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা	২৬
ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক ধারনা	২৬
ইসলামের সমাধান	৩১
মৌলিক অধিকার আন্দোলন	৩৩
ক· রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের অধিকার	৩৪
খ· যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার	৩৫
গ· স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার	৩৫
ঘ· অক্ষম ও দূর্বলদের নিরাপত্তা	”
ঙ· ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ	”
চ· ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা	৩৬
ছ· ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত থেকে বাঁচার অধিকার	”
জ· বিবেক ও স্বাধীন আকিদা বিশ্বাসের অধিকার	”
ঝ· নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন	৩৭
গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রানশক্তি এবং মৌলিক প্রয়োজন	৩৭
নির্বাচন ও নিরপেক্ষতা	৩৯
ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক ভারসাম্য	৪০
স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা	৪১
নারী ও পর্দা	৪৩
অধিকারের পশ্নে	৪৩
পর্দাসংক্রান্ত	৪৫
ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা	৪৫
শেষ কথা	৪৭

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর : বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব[১]

এক শতাব্দী শেষে নতুন এক শতাব্দীকে আলিঙ্গন করার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। অর্থাৎ বহু ঘটনা, ঘাত প্রতিঘাত, সমস্যা সংকট, হাসি কান্না, ব্যথা বেদনা, আনন্দ উল্লাস ইত্যাদি শেষে একটি শতাব্দী আজ বিদায় লগ্নে। এ শতাব্দীর বহু কিছুই স্মরণীয় বরণীয়। আবার অনেক কিছুই ঘৃণিত কলংকিত। বস্তুগত উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে উচ্চ শিখরে। কিন্তু অপরদিকে নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয় চরমে। বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও কলাকৌশলগত উন্নতি অগ্রগতির পাশাপাশি মানবতার আর্তনাদ ও আহাজারি যেন প্রতিযোগিতা করেই চলেছে।

আবার অন্য এক মৌলিক বিবেচনায় আমরা দেখি মানবরচিত মতবাদগুলো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এ শতাব্দীকে। ঐ মতবাদগুলোর বৃক্ষরাজি এ শতাব্দীতেই পরিপক্কতা লাভ করেছিল। সেই বৃক্ষরাজিতে ফল ধরেছিল এবং মানবতার উদরে তা ভক্ষণও করা হয়েছিল। ফলে মানবতার সুন্দর অবয়বে তার বিষক্রিয়া কতখানি মানবজাতি তা এ শতাব্দীতে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। অবশ্য এ শতাব্দীতে বস্তুবাদী সভ্যতা বা মানবরচিত মতবাদ ধাক্কা খেয়েছে বড় ধরনের। সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, মহামহিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জীবন বিধান ইসলামে যেন আজ নতুন উত্থান ঘটেছে এ শতাব্দীতে। সে এক বলিষ্ঠ শক্তি নিয়ে অধিষ্ঠিত মানবরচিত মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১লা অক্টোবর ১৯৯১ সালে এক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।
– প্রকাশক

www.pathagar.com

অর্থাৎ বস্তুবাদী সভ্যতার বিষক্রিয়ায় জন্ম চরম অবক্ষয়ের মোকাবিলায় ইসলামের ফুটন্ত গোলাপটি মানবতাকে আশ্বস্ত করার ডাক দিয়েছে। হতাশাগ্রস্ত ক্ষয় হয়ে যাওয়া মানবতাকে যেন উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন জীবনের সন্ধানে। এমনি একটি ছবি এঁকেই আমরা এ শতাব্দীর শেষে বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি এ নিবন্ধে উল্লিখিত ঐ ছবির একটি মূল্যায়নই পেশ করতে চাই।

বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র খুব জোরেশোরেই বিশ্বময় আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। সহযোগী করে রেখেছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদকে। এ প্রক্রিয়ায় গোটা বিশ্বকে দু'টি শিবিরে বিভক্ত করে নেতৃত্ব দিয়েছে। মানবতার কল্যাণ, মুক্তি, সুখ শান্তিই ছিল এদের শ্লোগান। মানুষের সামনে কোন বিকল্প না থাকায় এবং নিপুণ উপস্থাপনার কারণে দলে দলে মানুষ গ্রহণ করেছে দু'টির একটিকে, মুক্তির আশায় সুখ ও কল্যাণের অন্বেষায়। কিন্তু এ মুহূর্তে এসে বিশ্ববিবেক আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং মানবতাও হয়েছে বঞ্চিত।

১৯০৩ সাল। পুঁজিবাদ, স্বৈরতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের রণহুংকারে বিশ্ব কম্পিত। এমনি সময় পৃথিবীর কোলে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নামে যিনি আজ বিশ্বময় পরিচিত। যিনি খুব অল্প বয়সে অসাধারণভাবে উপমহাদেশীয় এবং বিশ্ব পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ এতখানি তীক্ষ্ণ ছিল যে, সমস্যার প্রকৃত সমাধান সহজে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্রচলিত ধারায় যারা যে সমস্ত সমাধান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাও যে প্রকৃত সমাধান নয়, সেটা বুঝতেও তাঁর অসুবিধা হয়নি। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই মহাপুরুষ কুরআন সুন্নাহ অর্থাৎ আল ইসলামের প্রতি মনোনিবেশ করেন মানব জাতির সমস্যা ও সমাধানের অনুসন্ধানের জন্য। অচিরেই তিনি তা লাভ করেন। মহাসত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত মানুষটি যেন পরশ পাথর পেয়ে যান। সর্বপ্রথম লেখনির মাধ্যমে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় ও আলাপ আলোচনা করেন। চিন্তা, অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছেন। আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবার ফায়সালা করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, অন্য কোন মত পথ নয়, একমাত্র ইসলামই যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে। অন্য কোন পথ নয়, একমাত্র রাসূলের (সঃ) পথ ধরে সংগঠিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অন্য কেউ নয়, তাঁকেই অগ্রণী

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি এও বুঝতে পারলেন, এ পথে এগোনো বড়ই সংকটের, খুবই বিপদের। প্রতি পদে পদে, চলার পথে প্রতিটি বাঁকে বর্বর বাধা তাকে অতিক্রম করতে হবে। এসব কিছু উপলব্ধি করেই তীব্র দায়িত্বানুভূতির সাথে তিনি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন জামায়াতে ইসলামী। যাত্রা শুরু হলো একটি যুগান্তকারী আন্দোলনের। শুরু হলো সংগঠিত জীবন যাপনের অভ্যাস। দৃঢ় ভিত্তির উপর জন্ম নিয়ে, একটি শক্তি হিসেবে দৃঢ় পদক্ষেপে এ আন্দোলন এগিযে চলল। আজ যা একটি সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। পত্র পল্লবে সজ্জিত অসংখ্য ডালপালা নিয়ে এ বৃক্ষটি আজ বিশ্ব মানচিত্রে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। যার আবেদন আজ বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। শতাব্দীর মাঝপথে জন্ম নিয়ে এ শেষ লগ্নে এসে সে চায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে। বর্তমানে প্রবহমান অমানবিক স্মৃতির ইতি ঘটিয়ে নতুন এক পৃথিবী গড়তে। ইতোমধ্যে পেরিয়ে আসা দীর্ঘ পথে এ আন্দোলন সঞ্চয় করেছে অনেক অভিজ্ঞতা। মওজুদ করেছে অনেক অনেক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব পরিস্থিতির উপর। যা মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ের ভিতর আশার আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রবহমান স্রোতকে পাল্টে নতুন পৃথিবীকে গড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। হারিয়ে যাওয়া মহাসত্যকে তার বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছে দেয়ার আয়োজন করে ফেলছে। যার বয়স আজ ৫০ বছর। ৫০ বছর পর আজ তাই জামায়াতে ইসলামী আমার নিকট একটি আন্দোলন, বিপ্লবের প্রতীক মহাসত্যের মহাকন্ঠ। একবিংশ শতাব্দীকে ইসলামী শতাব্দীতে পরিণত করার জন্য সে আন্দোলন আজ বদ্ধপরিকর।

আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিত বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। বিশ্ব পরিস্থিতির উপর জামায়াতে ইসলামী ৫০ বছরে যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলতে পেরেছে তা তুলে ধরছি। যাতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগামী বিশ্বের নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে দিতে পারা যায়।

জামায়াতে ইসলামীর জন্ম ও উদ্দেশ্য

জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত দলগুলোর মত সাময়িক কোন ইস্যু নিয়ে বা নেহায়েত দুনিয়ার স্বার্থে ক্ষমতা গ্রহণের মতলবে অথবা আংশিক কোন কাজ নিয়ে গঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর জন্মের ধরন, কারণ, পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এর জন্ম। ব্যাপক ভিত্তিক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধীরস্থিরভাবে দুনিয়াবী স্বার্থমুক্ত হয়ে কিছু লোক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এর ভিত্তি দৃঢ় ও গ্রথিত ছিল, বীজ সুস্থ ছিল, রোপণকারী আন্তরিক ও পরিশ্রমী ছিলেন। ফলে

www.pathagar.com

দিনে দিনে গাছ অংকুরিত হয়, বড় হতে থাকে, পত্রপল্লব ডালপালায় সমৃদ্ধ হতে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্নেই দৃঢ় উদ্দেশ্য ঘোষণা করে যে, "ইসলাম জন্মসূত্রের মুসলমানদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। বরঞ্চ আল্লাহর এ নিয়ামত তিনি গোটা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠিয়েছেন। এ হিসেবে কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জীবনকে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদেরউদ্দেশ্য।"[১] আন্দোলন বা সংগঠনকে আবেগের দ্বারা, প্রতিক্রিয়া দ্বারা, সাময়িক ইস্যুকে ভর করে সস্তা নাম অর্জনের দৃষ্টিতে গঠন বা পরিচালনা করার চিন্তা হয়নি। মযবুত ভিত্তি ও বাস্তব পদ্ধতির মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তাই জামায়াত ঘোষণা করে, "কেননা ধ্যান ধারণাই চরিত্র ও আচরণের মূল কারণ হয়ে থাকে। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কোন চারিত্রিক পরিবর্তন আসতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে, চিন্তা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে এবং মূল্যবোধ পরিবর্তিত হবে।" জামায়াত আরো দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে, "মানবতার সীমা লংঘনকারী মানুষকে সীমার মধ্যে সংঘবদ্ধ করা, মানবতার সীমা হতে বিচ্যুত মানুষকে হস্ত ধারণ করে এর সীমায় উন্নীত করা এবং নিখিল মানবতাকে এক সুবিচারপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার অনুসারী ও অনুগামী করে দেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।"[২]

এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে এবং এ পদ্ধতিতে কোন আন্দোলন বা সংগঠনের জন্ম ও তার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ চলতি শতাব্দীতে জগদ্বাসীর ছিল না। বিশেষ করে উপমহাদেশের তদানীন্তন পরিবেশে এহেন পদক্ষেপ অন্য কেউ দেখাতে পারেনি। এটা নিঃসন্দেহে একটি বিপ্লবী ও সাহসী পদক্ষেপ। শুধু অভিনবত্বের কারণে নয়– বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে একটা নতুন ধারার সংযোজন। যা ধীরে ধীরে সমাজ পরিবেশকে প্রভাবিত করার মত। হয়তো প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যারিকেডগুলো উপচিয়ে মূল বিন্দুতে পৌছতে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু পৌছার পর সংশ্লিষ্টদেরকে আন্দোলিত করবেই।

আল কুরআনের যথার্থ উপস্থাপনা

আল কুরআন নাযিল হয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিদায়াত। মানুষ এটা জানবে, বুঝবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা

১. মাওলানা মওদূদী ঃ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
২. মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

www.pathagar.com

করবে। ফলে মানুষ লাভ করবে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি। মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের মর্যাদায় সমাসীন হবে। বিশ্বজুড়ে মানবতার বিকাশ ঘটবে। মনুষ্যত্বের প্রাধান্য সৃষ্টি হবে। পশুত্ব দাপট নিয়ে চলার সুযোগ পাবে না। কুরআনের অনুসারিগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। নেতৃত্বের রাজমুকুট তারাই লাভ করবে। এখনকার মত পরাজিত শক্তি হিসেবে দুর্বিষহ যাতনায় কালাতিপাত করবে না।

এর জন্য প্রয়োজন কুরআনকে আঁকড়ে ধরা। প্রয়োজন জীবন্ত ও অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা। এছাড়া যে ঈমানের দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়, মানুষের মত মানুষ হয়ে ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয় এ বিশ্বাস দৃঢ় করা।

দুর্ভাগ্য আমাদের। রাষ্ট্রীয় শক্তি হারানোর পর কুরআনকে আমরা সেভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ সময়টা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–কুরআনের প্রতি আমরা আমাদের হক আদায় করতে পারিনি। নিছক একটি ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেছি মাত্র। তাঁকে যত্ন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। ছওয়াব বিতরণের অছিলা বানিয়েছি। কুরআনকে যে বুঝার দরকার, এ অনুভূতি ক্রমান্বয়ে দুর্বল করে ফেলেছি। এটা কিভাবে বুঝা যাবে সে চিন্তাও বেশী দূর অগ্রসর করতে পারিনি। সাধারণভাবে সকলেরই যে এর মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত–এ উপলব্ধি নিঃশেষই হয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনকে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া যে ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না–এ মৌলিক ধারণাটাই যেন লুপ্ত হতে বসেছিল। একটা আন্দোলন এবং একটা সফল বিপ্লব যে এই কুরআনকেন্দ্রিকই সংগঠিত হতে পারে নবী (সঃ) এর জীবন থেকে নিঃসৃত এ শিক্ষা আসলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভুলেই যাওয়া হয়েছিল। অন্যরা তো বটেই, মুসলিম উম্মাহও যেন কুরআন থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল যার পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ তার স্বকীয়তা হারাতে বসেছিল এবং গোটা মানবজাতি ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকেই ছুটছিল।

এহেন অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিলেনঃ "কুরআন বুঝার জন্য, অনুসরণের জন্য, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিদায়াত। মানবজাতির সুখ শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা, মর্যাদা কুরআন অনুসরণের উপরই নির্ভর করে। বর্তমান অন্ধকারে পরিবেষ্টিত মানবতাকে আলোকময় করার জন্য কুরআনকেন্দ্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সংগঠিত করতে হবে সফল

www.pathagar.com

এক মানবতার বিপ্লব। আর এটা সম্ভব যদি সত্যিকার অর্থেই আমরা নবী (সঃ)কে অনুসরণ করি। কারণ রাসূল (সঃ) ই হচ্ছেন কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআনকে তিনি বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে কুরআনকে তুলে ধরে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা বলেন, "বিশ্বজাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে তিনি যে বিভিন্ন নবীকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হিদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হিদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ। যারা একদিকে আল্লাহর হিদায়াতের উপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হিদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।"[৩]

"এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহবান জানানো এবং আল্লাহর হিদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা।"[৪]

"বরং প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহবান করাই এর উদ্দেশ্য।"[৫]

"আল্লাহর কালামকে নির্ভেজাল অবস্থায় অন্য কোনো কালাম, বাণী বা কথার মিশ্রণ বা অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ কালাম পাঠ করবে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ,

---

৩. মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

৪. মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

৫. মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

www.pathagar.com

নগরবাসী, গ্রামবাসী, শিক্ষিত, সুধী, পন্ডিত, সাধারণ শিক্ষিত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ। সর্বযুগে, সর্বকালে, সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা এ কালাম পড়বে। সর্বস্তরের বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কমপক্ষে এতটুকু কথা অবিশ্যি জেনে নেবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের কাছে কি চান এবং কি চান না।"[৬]

কুরআন মুসলিম উম্মাহকে একটি সংগঠিত শক্তি ও সংগ্রামী মিশন হিসেবে পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন ঃ "মহান আল্লাহ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের নবীর উপর এমন সব আবেগময় ভাষণ অবতীর্ণ করতে থাকেন যার মধ্যে ছিল স্রোতস্বিনীর গতিময়তা, বন্যার প্রচন্ড শক্তি এবং আগুনের তীক্ষ্ণতা ও তেজময়তার প্রভাব। এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে একদিকে ঈমানদারদেরকে জানানো হয়েছে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাকওয়া, উন্নত চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও পবিত্র নিষ্কলুষ স্বভাব প্রকৃতি ও আচরণবিধি শেখানো হয়েছে। আল্লাহর সত্য দীন প্রচারের পদ্ধতি তাদেরকে জানানো হয়েছে। সাফল্যদানের অঙ্গীকার ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করে তাদের হিম্মত ও মনোবল সুদৃঢ় করা হয়েছে। আল্লাহর পথে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও উন্নত মনোবল সহকারে সংগ্রাম সাধনা চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণ উৎসর্গিতার এমন বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনা যার ফলে তারা সব রকমের বিপদের মোকাবিলা করতে এবং বিরোধিতার উত্তুংগ তুফানের সামনে অটল অচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল।"[৭]

দাওয়াত, আন্দোলন, সংগ্রাম ইসলামী যিন্দেগীর অপরিহার্য শর্ত। কুরআন থেকেই এটা বুঝা যায়। আর কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে হলে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী জীবন বেছে নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। জামায়াত তাই বলেঃ

"মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও আবেগ সবার কাছেই সে আবেদন জানাতো। তাকে সব রকমের মানসিকতার মুখোমুখি হতে হতো। নিজের দাওয়াত ও প্রচার এবং কার্যকর আন্দোলনের ব্যাপারে তাকে অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হতো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজের কথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া, চিন্তার জগত বদলে দেয়া, আবেগের সমুদ্রে তরংগ সৃষ্টি করা, বিরোধিতার

৬· তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকাঃ মাওলানা মওদূদী
৭· তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকাঃ মাওলানা মওদূদী

www.pathagar.com

পাহাড় ভেঙ্গে ফেলা, সহযোগীদের সংশোধন করা ও প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা, শত্রুদের বন্ধু ও অস্বীকারকারীদের স্বীকারকারীতে পরিণত করা, বিরোধীদের যুক্তি প্রমাণ খন্ডন করা এবং তাদের নৈতিক শক্তি ছিন্নভিন্ন করা– এভাবে তাকে এমন সব কাজ করতে হতো, যা একটি দাওয়াতের ধারক বাহক এবং একটি আন্দোলনের নেতার জন্য অপরিহার্য। এজন্য মহান আল্লাহ এই কাজ ও দায়িত্ব প্রসংগে তাঁর নবীর উপর যে সমস্ত ভাষণ নাযিল করেছেন তার ধরন ও প্রকৃতি একটি দাওয়াতের উপযোগীই হয়েছে।”[৮]

“কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাবশা (বর্তমান ইথিওপিয়া) ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও উহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদীদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গিতপ্রাণ মু'মিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মু'মিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি, “কুরআনী সাধনা”। এই সাধন পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে– এই মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এই বিধানগুলো এনেছিল।”[৯]

আল কুরআন মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য নির্দেশনা দান করেছে। কোন একটি দিকে বা জীবনের কোন পর্যায়ে মানুষকে পথ না জানার কারণে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে না। একটি গতিশীল, সুন্দর সংগ্রামী জীবনের প্রস্ফুটিত নকশা আমরা কুরআন পাকে পাই। এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের মন মননে তা হারিয়ে গিয়েছিল। মাওলানা মরহুম অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেনঃ

---

৮ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকাঃ মাওলানা মওদূদী

৯ মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

www.pathagar.com

"মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এমন সব ভাষণ ও বক্তব্য অবতীর্ণ হতে থাকলো, যেগুলো কখনো হয়তো অনলবর্ষী বক্তৃতার মতো, কখনো হাযির হতো সেগুলো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশের চেহারা নিয়ে, আবার কখনো শিক্ষকের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা এবং সংস্কারকের উপদেশ দান ও বুঝাবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠতো। দল ও রাষ্ট্র এবং সৎ ও সুন্দর নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোন্ নীতি ও শৃংখলাবিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, যিম্মী, কাফির, আহলি কিতাব, যুদ্ধরত শত্রু এবং চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ জাতিদের ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করা হবে এবং সুসংগঠিত ঈমানদারদের এই দলটি দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরী করবে– এসব কথা সেখানে বিবৃত হতো। এই বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা ও তরবিয়ত (ট্রেনিং) দান করা হতো, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করা হতো, আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হতো, জয় পরাজয়, আরাম মুসিবত, দুঃখ আনন্দ, দারিদ্র সচ্ছলতা, নিরাপত্তা, ভীতি ইত্যাদি সব ধরনের অবস্থায় সেই অবস্থার উপযোগী নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হতো। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে তৈরী করা হতো। অন্যদিকে আহলি কিতাব, মুনাফিক, মুশরিক ও কাফির ইত্যাদি যারা ঈমানের পরিসরের বাইরে অবস্থান করছিল, তাদের সবাইকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝাবার, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দাওয়াত দেয়ার, কঠোরভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দান করার, আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবার এবং শিক্ষণীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষাদান করার চেষ্টা করা হতো। এভাবে সত্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তাদের সামনে কোনো জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকেনি।"[১০]

"এর আসল কাজ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনাই নয় বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচন্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার

---

১০. মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

www.pathagar.com

বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে কেবল বিস্তারিত নীতি নিয়ম ও আইন বিধানই দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দিও বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেড়ে দেয়। এ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন্ পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এই নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবনধারার কাঠামো তৈরী করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।”[১১]

এভাবে কুরআন পাককে উপস্থাপনের কারণেই কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আজ গাঢ় হয়েছে। বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ আজ জীবন্ত মনে কুরআনের দিকে ফিরে আসছে। তারা আজ কুরআনকে জানার চেষ্টা করছে, বুঝার চেষ্টা করছে। আজ বিশ্বের দিকে দিকে কুরআনকেন্দ্রিক আন্দোলন রসূলে মকবুল (সঃ) এর পথ পন্থা অনুযায়ী গড়ে উঠছে। মসজিদে মসজিদে, ঘরে ঘরে কুরআনের তাফসীর হচ্ছে, কুরআন বুঝার প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্বময় এর প্রভাব লক্ষণীয়। এক সফল বিপ্লবের আশা দানা বেঁধে উঠেছে। আর এক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা রাখছে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) তাফহীমুল কুরআন।” যা এক অতুলনীয় অবদান। যারা কুরআন বুঝার সাহস বা কল্পনাই করেননি, তাদের নিকট কুরআন বুঝা সহজ হয়ে পড়েছে। ফলে প্রকৃত ইসলামের সাথে সরাসরি পরিচিত হওয়ার এক মহা সুযোগ ঘটেছে। যা বলতে গেলে বিশ্বের সকল দেশে, সকল মহলে।

“ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা” বিশ্বব্যাপী এ ধারণার প্রসার

বিশ্বব্যাপী তো বটেই আমাদের উপমহাদেশেও ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা খুবই সংকীর্ণ ছিল। পৃথিবীতে অন্য যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত আছে তা মূলত মানুষের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক। ঐ ধরনের ধর্মের সাথে তুলনা করার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা একই রূপ বদ্ধমূল ছিল। এছাড়া খৃষ্টানবাদ, ইহুদীবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ যুগ যুগ ধরে ধর্মের যে পরিচয় তুলে ধরেছিল তার

১১· মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ছিল গণরোষ। কারণ পোপ যাজকগণকে রাশিয়াতে দেখা গেছে জার শাসনের পক্ষে ফতোয়াবাজি করতে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সে দেখা গেছে যালিম শাসকদের কুকর্মের অংশীদার হতে এবং এ উপমহাদেশে ব্রাহ্মণগণকে দেখা গেছে জনগণকে গোত্রীয় বিষাক্ত অনলে দাহ করতে। তাই রাশিয়াতে যখন বলশেভিক বিপ্লব হলো, তখন তারা শোষণের হাতিয়ার বলে ধর্মকে বিতাড়িত করলো। ইংল্যান্ড, ফ্রান্সে Glorious Revolution ও ফরাসী বিপ্লবের পর ধর্মকে তারা ব্যক্তিগত জীবনে আটকিয়ে ফেললো। ফলে 'ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনে এর কোন স্থান নেই' ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ বক্তব্য বিশ্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টি করে ফেললো। আবার আমরা দেখি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত 'ইসলাম শিক্ষা', 'নামায, রোযার মাসয়ালা মাসায়িল' ইত্যাদি ধর্মীয় সাহিত্যগুলোর আবেদন মূলত ব্যক্তিগত জীবনের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকলো। আর তার সাথে সাধারণ ইসলাম প্রচারকগণ এ ব্যাপারে থাকলেন উদাসীন। ফলে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের ধ্যান ধারণায় তো বটেই, মুসলমানদের মন মগযও একই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই এদিকটি খুব গভীরভাবে অনুধাবন করে। জামায়াত এ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, সর্বপ্রথম মুসলমানদের মন মগয থেকে এরপর দুনিয়ার মানুষের মন মগয থেকে এ ভূত তাড়িয়ে দিতে হবে। সেখানে এ বিশ্বাস গভীর করতে হবে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। নতুবা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ মানবরচিত মতবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মরতে থাকবে। মুসলমানগণও চিরদিনের জন্য একই ছোবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তাই জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল কুরআন ও মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে যে দীন এসেছে, তা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যই এসেছে। তা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে হবে। জামায়াত এ মহাসত্যকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে যেঃ

"আল্লাহ তাআলা মানুষকে একটি স্থায়ী অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন। যা মানুষের স্বাধীনতার মূল ভাবধারা, বুদ্ধি বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা মোটেই হরণ করে না। ইহা মানুষের জীবন যাপনের জন্য একটি সরল, পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট ও ঋজু রাজপথ রচনা করে দিয়েছে। এ পথ অবলম্বন করে চললে মানুষকে নিজেদের স্বাভাবিক অজ্ঞতা ও দুর্বলতার দরুন ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে না। তার অভ্যন্তরীণ শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা

www.pathagar.com

ভুল ও অন্যায় পথে প্রযুক্ত হবে না। বস্তুত আল্লাহর নির্ধারিত এ একটানা পথে অগ্রসর হলেই মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও প্রগতি লাভ করা সম্ভব।”[১২]

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামী ঘোষণা করে যেঃ “এ সময় আমাদের আসল প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র জীবন বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলা। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কোন দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ এবং কোন অন্যায় দুরাচারই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়। অন্যায় ও দুরাচারের আসল চিকিৎসা হচ্ছে সমগ্র জীবন বিধানটি তার দর্শন ও নৈতিক ভিত্তির সাথে পরিবর্তিত হওয়া এবং সেটাকে এমন একটি নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যা সামাজিক ইনসাফ ও সুবিচারের (Social Justice) নিশ্চয়তা বিধানে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়। সুতরাং জীবন বিধান পরিবর্তন হবার সাথে সাথে ইনসাফ ও সুবিচারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা, অভাব অভিযোগও স্বতস্ফূর্তভাবে দূরীভূত হবে।”[১৩]

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জামায়াত অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছে ঃ “আমাদের সামষ্টিক উদ্দেশ্য মুসলমান হিসেবে এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, একদিকে আমরা স্বয়ং সেসব আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত বরকতসমূহ ভোগ করবো, যা ইসলাম আমাদের দিয়েছে। অপরদিকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামী ন্যায়বিচার, ইসলামী নৈতিকতা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন প্রকাশ ঘটাবো, যাতে করে ইসলাম যে সত্যজীবন ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের সামনে সে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব সম্পন্ন হয় এবং সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, যার জন্য আমাদেরকে একটি উম্মাহ বানানো হয়েছে।”[১৪]

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا -

“এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।” (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩ আয়াত)

১২· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
১৩· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলাম বনাম পুঁজিবাদ
১৪· মাওলানা মওদূদী ঃ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী

www.pathagar.com

এভাবে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়ে জামায়াতে ইসলামী যাত্রা শুরু করে। এটা বলা ঠিক মনে করি না যে, নতুন বিশ্বে জামায়াতই এ কথাটি প্রথম বলেছে। তবে এটা ঠিক যে, অনেক দিন ধরে বিশ্ব দরবারে এ কথাটি পৌছানো হচ্ছিল না। জামায়াতের এ বক্তব্যই আজ সবার বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। যারা ইসলাম তেমন মানেন না তারাও বলছেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যারা শুধু ধর্ম প্রচার করতেন তাঁরাও বলছেন। গোটা বিশ্বব্যাপী আজ এ ধারণা মোটামুটি ব্যাপ্তি লাভ করেছে যে, ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। এটা ব্যক্তিগত কতিপয় ধর্মীয় অনুশাসনের নাম নয়।

আজ ইসলাম একটি আন্দোলন হিসেবেও পরিচিত

একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল। তা হলো, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কোন ঝামেলা পছন্দ করে না। কোন ঝামেলাতে যেতেও চায় না। যার মানার সে ইসলাম মানবে। এ নিয়ে কোন আন্দোলন, সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। যতটুকু তোমার পক্ষে আপনা আপনি মানা সম্ভব তা মেনে চলো। যা সম্ভব নয় তা সহ্য কর। অর্থাৎ একটি আপোসকামী ধর্ম হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যে ইসলামের প্রতি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মানবরচিত মতবাদের অনুসারীদের কোন আপত্তি ছিল না। ফলে ইসলাম একটি আবেদনহীন তথাকথিত সেকেলে ধর্মের মতই আর একটি ধর্ম বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছিল। জামায়াতে ইসলামী এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে। জামায়াত পরিষ্কাররূপে বলে, এ ধারণা কুরআন হাদীস নিঃসৃত কোন ধারণা নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম একটি আন্দোলন। একটি শক্তির নাম। এ পরাজিত হয়ে থাকার জন্য বা আপোস করে চলার জন্য আসেনি। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে। গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছে। গোটা মানবজাতিকে পরিচালিত করাই এর বৈশিষ্ট্য। জামায়াত কুরআন হাদীস এর দলীল দিয়ে প্রমাণ করে যে, ইসলাম অনুসারীদের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে একে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজে অন্য যা ভ্রান্ত মতবাদ আছে তা বিদূরিত করে ইসলামকে বিজয়ী করা। ইসলাম বিজয়ী হলেই এর প্রকৃত সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হবে। তখন কাতারে কাতারে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ এর ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। সকলে মিলে এক সুন্দরতম সমাজ গড়ে তুলবে। আর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে বা বিজয়ী বেশে আবির্ভূত করতে না পারলে অন্যান্য ইবাদত অনুষ্ঠানও

www.pathagar.com

সঠিক অর্থে ও যথার্থভাবে পুরাপুরি আদায় করা সম্ভব নয়। তাই দীন কায়েমের কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রধানতম কাজ। আর সত্যিকারে বলতে কি জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যয়দীপ্ত এ বক্তব্য আজ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। ইসলামী উম্মাহর বিরাট অংশ আজ ইসলামকে একটি আন্দোলন হিসেবে উপলব্ধি করছে। দিকে দিকে নতুন প্রজন্ম বা তরুণ যুবকদের ভেতর ঢেউ তুলেছে। তারা আজ জায়গায় জায়গায় কালেমার পতাকা হাতে নিয়ে একে বিজয়ী পতাকা হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য সংগ্রাম দিন দিন জোরদার করছে। বিশ্বব্যাপী সে বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপী এ ঢেউ সৃষ্টির পেছনে সবটুকু অবদান একা জামায়াতে ইসলামীর নয়। অন্যদেরও আছে। তবে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইসলাম একটি আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে বলেই মানবরচিত মতবাদগুলোর প্রবক্তা লালনকারী শক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। এ কারণেই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের তাবেদার প্রচার মাধ্যমগুলো খেয়ে না খেয়ে লেগেছে। এ জন্যই তারা এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে–ইসলাম ফ্যাসিস্ট, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক। যাতে নতুন প্রজন্মের নিকট ইসলামের আবেদন না থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও জামায়াত চুপ করে বসে নেই। তাদের প্রচারণার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে চলেছে। এজন্য জামায়াত অনেক বক্তব্যই তুলে ধরেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি শুধু একটি উধৃতি এখানে পেশ করছি।

"এখন আমরা আন্দোলনের মোকাবিলা আন্দোলন দিয়ে, বন্যার মোকাবিলা প্রতিবন্যা দিয়ে করছি। আমরা আশা করি, প্রতিটি হারানো ভূখন্ড উদ্ধারে আমরা সক্ষম হবো। আমাদের আন্দোলন কেবল কোন একটি দিক বা ময়দানে এসব গোমরাহির মোকাবিলা করছে না। বরঞ্চ প্রতিটি ময়দানে আমাদের এবং তাদের মধ্যে তুমুল সংঘাত চলছে। আমরা তাদের সমস্ত আদর্শিক ও বাস্তব পথ ও পন্থার সমালোচনা করেছি। তাদের সমস্ত দুর্বলতার ঢাকনা খুলে সামনে রেখে দিয়েছি। আমরা মানব জীবনের সকল বিষয়ে তাদের সমাধানের বিকল্প সমাধান পেশ করেছি এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমাদের সমাধানকে সঠিক প্রমাণ করেছি। তাদের সাহিত্যের বিপরীতে আমরা একটি কল্যাণধর্মী সাহিত্য উপস্থাপন করেছি। তাদের দর্শনের বিপরীতে আমরা একটি উত্তম দর্শন পেশ করেছি। তাদের রাজনীতির চাইতে অধিকতর মযবুত রাজনীতি আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের এ আন্দোলনের কাতারে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য নতুন পুরাতন জ্ঞানের অধিকারী লোকও তাদের সমতুল্য

www.pathagar.com

রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে তাদের দর্শন ও সংস্কৃতি প্রসারের লোক বর্তমান রয়েছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য আমাদের লোকও বর্তমান রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে তাদের বিষ ছড়ানোর লোকেরা যদি নিজেদের কাজ করে থাকে, তবে আমাদের প্রতিষেধকের বাহকরাও চুপচাপ বসে নেই। যদিও আমাদের এ লোকদেরকে বের করে দেবার প্রচেষ্টা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সকলকে বেছে বেছে বাইরে নিক্ষেপ করা এখন আর সাধ্যের আওতায় নেই। ইনশাআল্লাহ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেবে একটি গতিবান জীবন ব্যবস্থার সমর্থকদের বেছে বেছে ছাঁটাই করে ফেলা কেবল কোন বেয়াকুফই সম্ভব মনে করতে পারে। কারণ সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের প্রভাবের মোকাবিলায় আমাদের প্রভাবও কমবেশী কার্যকর রয়েছে। কৃষক, মজুর এবং শ্রমজীবী মানুষ যারা এতদিন পর্যন্ত তাদের ইজারায় বন্দী ছিল এখন ক্রমশ তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের প্রভাব গ্রহণ করছে।"[১৫]

মুসলমান একটি মিশনারী জাতির নাম

এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেনঃ

"আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, ১৯২৫ সাল থেকেই আমি এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, একটি মিশনারী জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। মুসলিম জাতি হিসেবে পৃথিবীতে তার একটি মিশন ও লক্ষ্য রয়েছে এবং অন্যান্য জাতির মত মুসলমানরা একটি সাধারণ জাতি মাত্র নয় সে কথা তার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ জন্য আমি সর্বপ্রথম এ সংকল্প গ্রহণ করলাম যে, যাদের মধ্যে এরূপ মিশনারী প্রেরণা বিদ্যমান, যারা নিজেদেরকে একটি মিশনারী তথা আন্দোলনমুখী জাতির অংশ বলে মনে করে এবং মুসলিম জাতিকে একটি আন্দোলনমুখী জাতিতে পরিণত করতে সংকল্পবদ্ধ, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করবো।"[১৬]

তিনি আরো বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে আপনারা কেবল একটি জাতিই নন, বরঞ্চ আপনারা একটি আদর্শিক দল। জার্মান, ফ্রান্স এবং ইংরেজদের মতো কোনো জাতি আপনারা নন। বরঞ্চ আপনারা একটি আদর্শিক দল। বিগত

১৫· মাওলানা মওদূদী ঃ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
১৬· মাওলানা মওদূদী ঃ জামায়াতে ইসলামীর ঊনত্রিশ বছর

www.pathagar.com

শতাব্দীগুলোতে আপনারা আপনাদের আদর্শিক শক্তি দিয়ে দেশের পর দেশ জয় করেছেন। এই ভারতবর্ষেও যে কোটি কোটি মুসলমান দেখতে পাচ্ছেন, এই আদর্শই তাদের বিমুগ্ধ করেছিল। সুতরাং আপনারা যদি জাতীয় অধিকার এবং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে আপনাদের আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম শুরু করেন, তবে এর ফলে আপনাদেরকে কেবল যে ভারতবর্ষ থেকে মিটিয়ে দেয়াই সম্ভব হবে না তা নয়, বরঞ্চ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ দারুল ইসলামে পরিণত হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি বা দলের নিকট এমন জীবন্ত আদর্শ নেই, যেমনটি ইসলাম আপনাদের দিয়েছে।

যখন জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের কথা তুলে ধরে, তখন মুসলমান জাতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা খুবই নীচ ছিল। তারা মনে করতো, এ জাতিটি কি তা নিজেরাই জানে না। ধর্মান্ধ, সেকেলে এবং অনেকটা অসভ্য। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মুসলমানদের নিজেদের ভেতরও একটি পরাজিত মন বিরাজ করছিল। এভাবে তারা চিন্তা করতো দুনিয়াতে কতগুলো ধর্ম আছে। অমুক, অমুক, ইসলামও একটি। ইসলাম যাদের ধর্ম তারা মুসলমান। দুনিয়াতে তাদের সংখ্যা অনেক! বিরাট জাতি। এ পর্যন্তই ভাবনা শেষ। আত্মপরিচয়, কর্তব্য, কর্মজীবনের মিশন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া সাধারণত কল্পনার ব্যাপার ছিল মাত্র। জামায়াত বলিষ্ঠভাবে এ ধারণার আন্দোলন করে। মুসলমানদেরকে বলে, তোমরা যা ভাবছো অতটুকু নও। তোমাদের একটা পরিচয়, অতীত আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সিংহবিক্রমে তোমাদেরকে আবার জেগে উঠতে হবে। বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে হবে। অন্যদিকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিষ্কার করে বলে, ইসলাম একটি বিপ্লবী আন্দোলনের নাম। আর মুসলমান জাতি একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংস্থা। প্রতিটি মুসলমান সেই বিপ্লবী সংস্থার সদস্য। তারা মানবজাতিকে মুক্তি দিতে এসেছে। বিশ্ববাসীকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর। জামায়াতের এ বক্তব্য বৃথা যায়নি। একটি মিশনারী জাতি হিসেবে মুসলমানদের উপলব্ধি আজ অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। বিশ্ববাসীও ক্রমান্বয়ে এ মহাসত্য উপলব্ধি করতে পারছে। পূর্বের ন্যায় এ জাতিকে আর সেভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং এ শতাব্দী শেষে এসে বিশ্বব্যাপী ইসলামী চেতনার এ জাগরণ দুনিয়াপূজারী শক্তিগুলোকে ভাবিয়ে তুলছে। তারা এ চেতনাকে বাধাগ্রস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

www.pathagar.com

সংগঠিত জীবনের বিকল্প নেই

দুনিয়াতে যে কোনো বড় কাজ সম্পাদন করতে প্রয়োজন সংগঠিত শক্তি। এটা একটা বাস্তব সত্য কথা। দুনিয়াতে এ যাবত যারাই কিছু করেছে বা যেসব শক্তি বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা সকলেই সংগঠিত শক্তি। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের ভেতরে সে চেতনা ছিল না বললেই চলে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দুঃখজনকভাবে তারা ছিলো অসংগঠিত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ফলে সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিম জাতির অর্থবহ কোনো স্বীকৃতি ছিল না। জামায়াতে ইসলামী বলিষ্ঠভাবে কুরআনের মাধ্যমে সংগঠিত জীবনের গুরুত্ব তুলে ধরবার চেষ্টা করে। রাসূলের (সঃ) যিন্দেগীর নকশা উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সংগঠন বহির্ভূত জীবনে ঈমানী দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জামায়াতের যুক্তি, বক্তব্য ও ব্যাখ্যা তুলে ধরবার প্রয়োজন মনে করছিঃ

কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, যখনই এমন একটি দল তৈরী হয়ে যাবে, তখন কেবল আপনাদের এই দেশেরই নয়, বরঞ্চ পর্যায়ক্রমে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধনসম্পত্তি, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বিচার ও ইনসাফের বাগডোর তারই মুষ্ঠিবদ্ধে এসে যাবে। ফাসিক ফাজিরদের সমস্ত শক্তি ও প্রতাপের বাতি তখন পৃথিবী থেকে নিভে যাবে। এই বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হবে সে কথা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আগামীকাল যে সূর্যোদয় হবে সে কথা আমি যেভাবে বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবেই আমি বিশ্বাস করি যে, এ বিপ্লবও অবশ্যি সংঘটিত হবে।

আজ এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, মুসলিম জাতি পূর্বের তুলনায় অনেক সংগঠিত। সরকারী, বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই অনেকটা সংগঠিত। সকল মুসলমান দেশে মুসলমানগণ সংগঠিত হয়ে কোন না কোন প্রকারে জাতীয় দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে। অবশ্য এ সমস্ত সংগঠিত প্রচেষ্টায় এখনও সকল মুসলমান সম্পৃক্ত হয়নি। তবে দিন দিন তার কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন পেশা ও ক্ষেত্র নিয়ে তারা সংগঠিত হচ্ছে। তরুণ, যুবক থেকে শুরু করে সকল বয়সের মানুষই এতে আসছে। অমুসলমান দেশগুলোতেও কালেমার পতাকাবাহীরা সংগঠিত। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা সকল মহাদেশেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সরকারী পর্যায়ে ওআইসি, আরব লীগ, উপসাগরীয় সংস্থা ইত্যাদি সংগঠিত প্রচেষ্টাগুলো অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ফলে মুসলিম জাতি আজ সংগঠিত শক্তি

www.pathagar.com

হিসেবে বিবেচিত। যারা গণনার ভেতর রাখতেই রাজি ছিল না, তারা আজ হিসেব করে কাজ করে। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে বা কার্যক্রমে মুসলিম জাতি আজ একটি শক্তি। আর সংগঠিত জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করার কারণেই এ অবস্থান লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী আরও একটি বাস্তব দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তা হলো, উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লোক তৈরী বা উদ্দেশ্যের উপযোগী লোক তৈরী করা। কারণ শুধুমাত্র লোক পরিবর্তনের মাধ্যমেই কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমেরিকার জায়গায় ভারতের লোক বসালেই কোন বড় কিছু হয়ে যায় না।আমেরিকার চোর আর ভারতের চোর এর মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। চুরির হাত থেকে বাঁচতে হলে চোরের পরিবর্তে সৎ ও আমানতদার লোক প্রয়োজন। তাই জামায়াত নিজেও যেমনি লোক তৈরীর কাজকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি অন্যকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সকল দেশেই, সকল দল ও সংগঠনেই এ উপলব্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৎ, চরিত্রবান ও যোগ্য লোকেরাই যে মানব সমস্যার সমাধানের একমাত্র মাধ্যম তা আজ বাস্তবভাবে স্বীকৃত। এ প্রক্রিয়ায় লোক সৃষ্টি করতে গিয়ে জামায়াত আরও একটি ভুল ধারণা বা বিদ্বেষপ্রসূত ধারণা অনেকটা অপনোদন করতে পেরেছে। অর্থাৎ ইসলামী চরিত্রের লোক হলেই সেকেলে, অকর্মা, অযোগ্য– এ ধারণা ভুল প্রমাণ করা হচ্ছে। ইসলামী চরিত্রের অধিকারী ধার্মিক ও চরিত্রবান লোকেরা সেকেলে নয়। আধুনিক বলে দাবীদার লোকদের চেয়ে এবং বলিষ্ঠভাবে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে, তারা কম আধুনিক নয়। বরং একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতম লোক এ ময়দানেই আছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা আজ বাস্তব সত্য

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে একটি রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হতে পারে এ শতাব্দীর শুরুতে সে ধারণা মুছে গিয়েছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক বাহকরা এ বিষ ছড়াচ্ছিল যে, যদি ঐ রকম কিছু হয়ই তা হবে বর্বর, অসভ্য ও কদর্যের প্রতীক। তারা তাদের পোপ, পাদ্রী ও যাজকদের নিয়ন্ত্রিত Theocratic State–এর ধারণার প্রতিনিধিত্ব করছিল। উল্লিখিত উভয়বিধ প্রচারণা ইসলামী উম্মাহকে নিস্তেজ করে দিতে পেরেছিল। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা এবং জামায়াতে ইসলামী এ অজ্ঞতা

www.pathagar.com

ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলেন। এ সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হন যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটি বাস্তব সত্য তো বটেই। উপরন্তু ইসলামের ভিত্তিতেই কেবল একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও শাসকগণ কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা বলেন বা শ্লোগান দেন, বাস্তবে তা দেখাতে পারেননি। মানবরচিত মতবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত কোন্ রাষ্ট্রটি এমন আছে যে, সত্যিকার অর্থে জনগণের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে? কোন কোন রাষ্ট্র জনগণের ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে এটা ঠিক। কিন্তু মানব আত্মার কোন খোরাক দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, নিজ দেশের জনগণকে সুখ দিতে গিয়ে কেড়ে নিয়েছে অগণিত দেশের জনগণের অধিকারকে। একজন ডাকাত ডাকাতি করে তার পরিবারের লোকদেরকে পোলাওকাবাব খাওয়াতে পারে। কিন্তু তা পারে নিজ রক্তকে দূষিত করে, মানবাত্মাকে ধ্বংস করে ও আর একজনের সর্বনাশ করে। কিন্তু ইসলামের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রটি গড়ে ওঠে তা নিজ দেশের জনগণের ভেতর কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিশ্ববাসীর জন্যও কল্যাণকর হবে। পোপযাজকেরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজ ধর্ম বিচ্যুত হয়ে যে বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করেছিল তা নয়। কুরআন হাদীসের বক্তব্য তুলে ধরে এবং অতীত থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হযেছে। জামায়াত যুক্তি দিয়ে এ কথাও প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল ইসলাম নামের ফুলটি আপন সৌন্দর্যে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে। আর সে সৌন্দর্য ও তার সৌরভে বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ চিত্তে এগিয়ে আসবে। আর এটা বুঝতে পেরেই দুনিয়াপূজারী লোকেরা এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু আল্লাহর বিশেষ রাহমাতে তা মহা সত্যের চলমান গতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। বরং আজ ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা স্বীকৃত সত্য। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানেও এটা আজ সন্নিবেশিত। জামায়াতের যে যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ বক্তব্য আজকে ইসলামী রাষ্টের ধারণাকে বাস্তব করে তুলেছে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরছি ঃ

"ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এতোটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে যে, রাষ্ট্র ও সরকার যদি অনৈসলামী হয়, তবে তা হয় যুলুম ও বেইনসাফীর হাতিয়ার এবং তা দ্বারা সংঘটিত হয় চেংগিজী ধ্বংসলীলা। পক্ষান্তরে ইসলাম যদি হয় রাষ্ট্র ও সরকারবিহীন তবে বাদ পড়ে থাকে তার বিরাট একটা অংশ এবং বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হবার পরিবর্তে আল্লাহর দীন হয় পরাজয় ও দাসত্বের

www.pathagar.com

জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এ জন্যেই রাষ্ট্রকে ইসলামের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারকে ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা এবং তা কার্যকর করার জন্য অবিরাম তৎপরতা চালানো জরুরী।”[১৭]

যমীনের স্রষ্টাই তাঁর নবী (সঃ)কে এরূপ দোয়া করতে শিখিয়েছেনঃ

و قُل رَّبِّ اَدخِلنِى مُدخَلَ صِدقٍ وَّ اَخرِجنِى مُخرَجَ صِدقٍ واجعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلطَانًا نَّصِيرًا-

“আর তুমি দোয়া করোঃ হে প্রভু, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও আর যেখান থেকেই বের করবে সত্যতা সহকারে বের করো, আর তোমার নিকট থেকে একটি সার্বভৌম শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।” (বনী ইসরাইল-৮০)

প্রভু! হয় আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো, আর না হয় অপর কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। যেনো আমি তার শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পৃথিবীর এই মহাভাংগন ও বিপর্যয়কে সংশোধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও নাফরমানীর এই মহাপ্লাবনকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং তোমার সুষম আইন ও বিধানকে চালু ও কার্যকর করতে পারি। হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) আয়াতটির এই তাফসীরই করেছেন। ইবনে কাছীর এবং ইবনে জারীরের মতো শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরগণও এই মতই গ্রহণ করেছেন। হাদীস থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ

انَّ اللهَ لَيَذَعُ بِالسُّلطَانِ مَالاَ يَذَعُ بِالقُرانِ-

“আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা সে সব জিনিসই বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআন দ্বারা বন্ধ করা যায় না।”

শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাই ছিল সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বুনিয়াদী ধারণা। আর এসবগুলোর ধারণাই পরস্পর সম্পৃক্ত। সমাজতন্ত্র কেবল তখনি কামিয়াব হতে পারে, যখন রাষ্ট্র হবে একটি পুলিশী সংস্থা অর্থাৎ তার দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র

১৭· ডঃ খুরশীদ আহমদঃ আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র, পৃষ্ঠা ১১

www.pathagar.com

নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রকে বহির্হামলা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে। সেখানে ব্যক্তি যেমনভাবে চাইবে জীবনযাপন করবে। কেবল এরূপ অবস্থায়ই রাষ্ট্র (অন্তত আদর্শিক সীমার মধ্যে) ধর্মীয় ও আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে। আর উনবিংশ শতাব্দীর ধারণা এটাই ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের ধারণা পাল্টে গেছে। আজ রাষ্ট্র কেবল একটি বিরাটকায় প্রতিমা নয়। একটি বিশেষ সীমা বাদ দিয়ে দেশে যা কিছু ঘটে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি অনেক বিরাট এবং অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমানে রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি বিভাগের রূপরেখা তৈরী করে এবং নিজস্ব পলিসির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত ও শৃংখলিত করে। এখন জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করা এবং নিরক্ষরতা নির্মূল করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। দারিদ্র্য দূর করা এবং সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের কোশেশ করা তারই দায়িত্ব। সামাজিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা তারই দায়িত্ব। অসুস্থদের চিকিৎসা করা, মযলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং নির্যাতিতদের সাহায্য–সহযোগিতা করা তারই দায়িত্ব। মোট কথা, বর্তমান রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। তার জন্যে আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাকে তো অবশ্যই কোনো একটা নীতি মেনে চলতে হবে, কোনো না কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। ভাল ও মন্দ এবং সফলতা ও ব্যর্থতার কোনো না কোনো মানদন্ড অবলম্বন করতে হবে এবং তারই আলোকে নিজের গোটা পলিসিকে সাজাতে হবে। এ কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ আদর্শিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। আর যেসব ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্রের দার্শনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানে ইতিহাসের স্মৃতি হিসেবে তো সেগুলো অবশ্যি মওজুদ আছে। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। যেসব ভিতের উপর এই দুর্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলো ধসে পড়ে গেছে। কেবল কামনা বাসনার দ্বারা এই শূন্যতা পূর্ণ করা যেতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আর কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাস তাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রয়োজন আদর্শিক রাষ্টের যা নাকি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহবায়ক।

www.pathagar.com

ইসলাম সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা

ইসলামবিদ্বেষী লোকেরা প্রচার করতো যে, ইসলাম কূপমন্ডুকের ধর্ম এবং মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। জামায়াত এ কথা বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছে যে, ইসলাম একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক। ইসলামের আবেদন গোত্র, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ভাষা, বর্ণের উর্ধে।

ইসলাম সকল কালের মানুষের জন্য। গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই ইসলামের আবির্ভাব। এর ছায়াতলে যিনিই আসবেন শান্তির সুশীতল অবগাহনে তিনি সিক্ত হবেন। দৈহিক ও আত্মিক তৃপ্তিবোধে নিজকে ধন্য মনে করবেন। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের এ সার্বজনীন আবেদন নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেঃ

"আল্লাহর তরফ হতে মু'মিনদের যে 'খিলাফত' দান করা হয়েছে, তা সার্বজনীন খিলাফত (Popular viceregency)। কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, কিংবা শ্রেণীবিশেষের জন্য এটি নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত নয়। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর 'খলীফা'। এ জন্য প্রত্যেক খলীফা ব্যক্তিগতভাবেও আল্লাহর নিকট দায়ী।

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের প্রতি উদার মনোভাব ও সুবিচারমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকে। এ ব্যাপারে ইনসাফ ও যুলুম এবং সততা ও মিথ্যার যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা দেখে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ও প্রত্যয়াশ্রয়ী ব্যক্তি তার যথার্থতা এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে স্বীকার করবে। প্রত্যেকটি লোক অনুধাবন করতে পারবে যে, মানুষকে কল্যাণ পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আল্লাহর তরফ হতে যে সংস্কারক আবির্ভূত হন, তার আদর্শ, কর্মনীতি এবং দুনিয়ার কৃত্রিম ও কপট সংস্কারকদের কর্মপন্থার মধ্যে আসমান–যমীন পার্থক্য রয়েছে।"[১৮]

ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক ধারণা

আমাদের দেশের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাজ চিন্তানায়কগণ কারও ভেতর ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে তেমন ধারণা ছিল না। সাধারণভাবে তিনটি ধারণা লক্ষ্য করা যেত। এক, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, দুই, সমাজতন্ত্র,

---

১৮· মাওলানা মওদূদীঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

www.pathagar.com

তিন, এ দুটোর সংমিশ্রণে মিশ্র অর্থনীতি। জামায়াত স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরে যে, পুঁজিবাদ কোন কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়। অবাধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদ মানুষকে করে বল্গাহীন। অন্যদিকে দুর্বলদের করে নিঃস্ব, অসহায়। জামায়াত নিম্নোক্ত ভাষায় পুঁজিবাদের অসারতা তুলে ধরে। এ বাস্তব ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করার সাহস এ পর্যন্ত কারো হয়নিঃ

পুঁজিবাদীদের আন্তরিক কামনা হচ্ছে ধন সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা এবং তা বাড়াবার জন্য সুদের ভিত্তিতে লগ্নি করা। যেন এই সুদের নালা দিয়ে এর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত লোকের ধন সম্পদ তার বিলে এসে জমা হয়।"[১৯]

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়, তাও চরমভাবে ব্যর্থ মতবাদ। বরং এ মতবাদ একদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে, অন্যদিকে তার আত্মিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ বন্ধ করে দেয়। এ দু'টি মতবাদের অসারতা ও ধ্বংসকারিতা তুলে ধরতে গিয়ে জামায়াত বলেঃ

"শ্রমিক শ্রেণীর বেলায়ও বর্তমানে এই দু' ধরনের মনোভাব ও গতিচরিত্র নিজ নিজ কাজে বিরাজিত রয়েছে। এ শ্রেণীটি এ সময় কঠোর বিপদের মধ্যে গ্রেফতার রয়েছে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা তাদেরকে অগণিত দুঃখ দুর্দশা ও ব্যাকুলতা অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করে রেখেছে। একশ্রেণীর লোক তাদের এরূপ দুঃখ দুর্দশা ও বিপদকে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও অভাব অভিযোগ দূরীভূত করা নয়; বরং দুঃখ দুর্দশা যাতে করে আরো বৃদ্ধি পায় সে জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। কোন অভাব অভিযোগ বিদূরিত হতে থাকলেও সেটাকে দূর হতে দেয় না। কোন ক্ষত স্থান আরোগ্যের মুখ দর্শন করলেও সেটা যাতে আরোগ্য লাভ করতে না পারে বরং তার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায় সে জন্য খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার ঘা আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে সমাজের শাসন শৃংখলা ধ্বংস করার মানসে পরিশেষে একটি চরম রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের দ্বারা (Violent Revolution) সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করে থাকে, যেই জীবন বিধান ও শাসন ব্যবস্থাকে এরা শ্রমিকদের সম্মুখে পরকালের স্বর্গরূপে উত্থাপন করে থাকে। মূলত তা শ্রমিকদের জন্য নরক সদৃশ। আসল ঘটনা হলো এই যে, শ্রমজীবী শ্রেণীটির ভাগ্য বিপর্যয় সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে খোদা নাখাস্তা এ দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে

১৯· মাওলানা মওদূদীঃ পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম

www.pathagar.com

শ্রমিকদের অবস্থা নিঃসন্দেহে খুবই দুর্গতিপূর্ণ এবং বর্ণনাতীত দুরবস্থার মধ্যে তারা জীবন যাপন করছে। কিন্তু একটি সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তাদের যে কি করুণ ও মর্মবিদারী অবস্থা হবে, তা ধারণাও করা যায় না। এখন আপনারা দাবী দাওয়া পেশ করতে পারছেন, দাবী–দাওয়া না মানা হলে আপনারা ধর্মঘট করতে পারছেন, সভা শোভাযাত্রা করতে পারছেন এবং আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সমগ্র দুনিয়া সজাগ করতে পারছেন। এমনকি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক স্থান ছেড়ে দিয়ে অন্য স্থানে গিয়ে নিযুক্ত হতে পারছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক স্বর্গে এসব কিছুর পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেননা সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানা, সকল জায়গা জমি, সহায় সম্পদ, সমুদয় প্রেস ও পত্র পত্রিকা এবং জীবনের সমুদয় উপায় উপকরণ ও মতামত প্রকাশের মাধ্যমসমূহ সেই শক্তির হাতের মুঠোয়, যে শক্তির হাতের মুঠোয় রয়েছে দেশের পুলিশ বাহিনী, সৈন্য বাহিনী, সি,আই,ডি, কোর্ট আদালত ও দেশের জেলখানাগুলো। সেখানে কোন দুঃখ দুর্দশার দরুন শ্রমিকদের জন্য সভা শোভাযাত্রা ও ধর্মঘট তো দূরের কথা, একটু আহ! উহ! বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ নেই।

আর সেখানে তাদের জন্য একদর ও একমূল্য ব্যতীত এমন দ্বিতীয় কোনরূপ মূল্য যাচাই করার সুযোগ নেই, যাতে করে মানুষ তাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য গিয়ে দন্ডায়মান হতে পারে। সমগ্র দেশে একজন জমিদার হবে, প্রত্যেক কৃষককেই ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার হুকুম তামিল করে জমিজমা চাষাবাদ করার জন্য বাধ্য থাকতে হবে। সমগ্র দেশের কল কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন মাত্র একজন। তার দেয়া বেতন ভাতা দ্বারা আপনার পরিবার পরিজনের খোরপোশ সঙ্কুলান হোক বা না হোক, তার অধীনে মযদূরী করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেখানেই মযদুরী করতে বাধ্য থাকতে হবে। তারা যা কিছু দানা পানি আপনাকে দান করবে সেটাই আপনাকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে এবং পেট না ভরলেও মহান নেতার লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এমন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথাকথিত প্রগতিবাদী সমাজতান্ত্রিকেরা শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের হাতিয়ারে পরিণত করতে চায়। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা গরীব ও সর্বহারা লোকদের সমস্যাবলীর কোন সুষ্ঠু সমাধান যাতে না হতে পারে এবং তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে, সে জন্য তারা সেটাকে নিজেদের হাতে নিয়ে থাকে। এরা কৃষক শ্রমিকদেরকে ধোকা

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য এই আশা দিয়ে থাকে যে, দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনতে পারলে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, কল কারখানা ও জায়গা জমি পুঁজিপতি ও জোতদার জমিদারদের নিকট থেকে ছিনিয়ে এনে সমাজতান্ত্রিক সরকারের মালিকানাধীন করে দেয়া হবে। আর দেশের সকল মানুষ ঐ সরকারের মযদুর ও কৃষকে পরিণত হয়ে জীবন যাপন করতে থাকবে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকদের জন্য ধর্মঘটের অধিকার দাবী করে থাকে। কিন্তু এ দুনিয়ায় যেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়, সেখানেই সর্বপ্রথম শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। তারা শ্রমিকগণকে এই কথা বলে ধোকা দিয়ে থাকে যে, সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশ এমন একটি ভূস্বর্গে পরিণত হয়, যেখানে কৃষক ও শ্রমিকদের আদৌ কোনরূপ অভাব অভিযোগই থাকে না এবং তাদের ধর্মঘট করারও কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এই ছেলে ভুলানো কথাগুলো সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব কথা ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে কোটি কোটি জনতা মাত্র কয়েকজন শাসকের অধীনে কাজ করতে থাকে, সেখানে কর্মকর্তাদেরও কোন অভাব অভিযোগ সৃষ্টি হয় না এটি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে?”[২০]

“সামাজিক দুরবস্থা এবং দারিদ্র্যের কারণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ নীচু দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের পরিবর্তে উচ্চ বেতনধারী শ্রমিক এবং শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রতিই এর মূল আকর্ষণ। আর সমাজতন্ত্র এ জন্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, জনগণের মধ্যে এখন পুঁজিবাদী সমাজের অপকারিতা এবং অন্যায় ও বেইনসাফীর চেতনা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সত্য কথা হলো এবং সর্বশেষ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই কথাই বলে যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেই সব মতবাদ ও দৃষ্টিভংগির সমষ্টির নাম, যেগুলো আমাদের জীবনের সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে, যা পরিপাটি ধর্মীয় কাঠামোর ধ্বংসের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা ছিল সমাজ জীবনে ধর্মহীনতার বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই দার্শনিক ব্যবস্থার (সমাজতন্ত্রের) যদি মোকাবিলা করতে হয়, তবে তা কেবল এমন একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা দ্বারাই করা যেতে পারে, যা হবে এর চাইতে ভিন্নতর কোনো আদর্শের পতাকাবাহী।”[২১]

২০· মাওলানা মওদূদী ঃ পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম

২১· ডঃ খুরশীদ আহমদ ঃ আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

এ মতবাদগুলোর মোকাবিলায় জামায়াত অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করে। জামায়াত বলিষ্ঠভাবে বলে, "অতপর বিশ্বে যখন এ ধরনের জাতির সংখ্যা একটি না হয়ে বরং সমস্ত তথাকথিত সভ্য জাতি এই ধাঁচের ধর্মহীনতা, জাতিপূজা গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর সংগঠিত হয়, তখন বিশ্ব নেকড়েদের সমরক্ষেত্রে পরিণত হবে না তো আর কি হবে?

এইসব কারণে এই তিনটি মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা বিনাশক ও বিপর্যয়কর মনে করি। আমাদের শত্রুতা হলো, ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা পশ্চিমা হোক কিংবা প্রাচ্যের, অমুসলিম হোক কিংবা নামের মুসলমান, তাতে কিছুই যায় আসে না। যেখানেই, যে দেশেই এবং যে জাতির উপরেই এ বিপদ চেপে বসবে, আমরা আল্লাহর বান্দাহদেরকে অবশ্যই তার ব্যাপারে সতর্ক করবো। বলবো, এই বিপদ নিজেদের ঘাড় থেকে দূরে নিক্ষেপ করো।

উপরোক্ত তিনটি ভ্রান্ত নীতি ও মতবাদের প্রতিকূলে আমরা তিনটি আদর্শ মূলনীতি পেশ করছি। আমরা সমস্ত মানুষের বিবেকের কাছে আপীল করছি, আপনারা এই তিনটি মূলনীতিকে পরীক্ষা করে দেখুন, যাচাই, পরখ করে দেখুন, আপনাদের নিজেদের কল্যাণ এবং গোটা বিশ্বের কল্যাণ এই পবিত্র মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে নাকি ঐ নোংরা মতবাদগুলোর মধ্যে? আমাদের মূলনীতিগুলো হলোঃ

১· ধর্মহীনতার পরিবর্তে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য,

২· জাতিপূজার পরিবর্তে মানবতা এবং

৩· জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব।"[২২]

অর্থাৎ ইসলামে স্বতন্ত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, শুধু তাই নয়, বরং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পুঁজিবাদ সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ঐ নামের পক্ষে কেউ আর ওকালতি করে না। ছদ্মনামে সে আজ পৃথিবীতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। সমাজতন্ত্র— সে তো মানবজাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাই

২২· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি

www.pathagar.com

তাদের এক একটি স্বর্গরাজ্য আজ ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে। ঐ সমস্ত মানব মস্তিষ্কপ্রসূত অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতি কত সুন্দর, বাস্তব, উদার ও ভারসাম্য। এক্ষেত্রে চিন্তা করার জন্য কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছিঃ

ইসলামের সমাধান

"এক্ষণে আমি মানব সমাজের এ জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করতে চাই।

মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ইসলাম তিনটি বুনিয়াদী নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে। প্রথমত, ইসলাম জীবনের স্বাভাবিক নীতি নিয়মগুলোকে যথাযথরূপে বাঁচিয়ে রাখতে এবং স্বাভাবিক পথ হতে যেখানেই বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রম ঘটেছে, সেখান হতেই স্বাভাবিক পথের দিকে এর মোড় ঘুরিয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প। দ্বিতীয়ত, ইসলাম সমাজ ব্যবস্থার বাহ্য প্রকাশে কয়েকটি নিয়ম প্রথার প্রচলন করেই ক্ষান্ত হয় না বরং নৈতিকতা ও মানসিক ভাবধারার সংশোধনের প্রতিই এর তাকীদ অত্যন্ত বেশী। কারণ মানব মনের সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও অন্যায় ভাবধারার মূলোচ্ছেদ করার এটাই একমাত্র উপায়। বস্তুত এই দ্বিতীয় নিয়মটি ইসলামের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের যাবতীয় সমাজ সংশোধন ও সংগঠন প্রচেষ্টার ভিত্তি এর উপরেই স্থাপিত। তৃতীয়ত, মৌলিক নিয়ম হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রশক্তি ও আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র চরম মুহূর্তে ও নিরুপায় অবস্থাতেই করা যেতে পারে– তার পূর্বে নয়। ইসলামের আইন ও শাসন ব্যবস্থার সর্বত্রই এই নিয়মটির সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। এই তিনটি নিয়মের প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে।"[২৩]

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ-
وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

"মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা যে সুদ প্রদান করো, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট কখনোই সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান করে থাকে, তার দ্বারাই সম্পদ

---

২৩. মাওলানা মওদূদী ঃ অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পায়” (আররূম ঃ ৩৯)

و فى اموالهم حق للسائل والمحروم -

“আর তাদের ধনসম্পদে ভিক্ষুক ও দীন হীনদেরও অধিকার রয়েছে।” (আয যারিয়াত ঃ ১৯)

والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله- فبشرهم بعذاب اليم -

“যারা স্বর্ণ রৌপ্য মওজুদ করে থাকে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।” (আত তাওবা ঃ ৩৪)

يايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا انفسكم - ان الله كان بكم رحيما- و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا -

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধনসম্পদ ভক্ষণ করো না। আর তোমরা নিজেদেরকে (এবং অপরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়াশীল। যারা নিজ সীমারেখা অতিক্রম করে যুলুম অত্যাচারের চরিত্র গ্রহণ করবে, আমি তাদেরকে অনলকুন্ডে নিক্ষেপ করবো।” (আন নিসা ঃ ২৯–৩০)

ইসলামের এ মৌলিক কথাগুলো নতুন নয়। তবে বিগত পঞ্চাশ বছরে জামায়াত অবিরাম চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে এগুলোকে বিশ্ববাসীর সামনে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলে ধরে। যার ফলে আজ ইসলামী অর্থনীতির মৌল সৌধের উপর ব্যাংক গড়ে উঠছে। আধুনিক বিশ্বে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বাস্তব করে তুলছে। দু’টি মানবরচিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন, ঘটিয়ে বিশ্বমানব যে নতুন পথ খুঁজছে, তার পেছনে বিগত পঞ্চাশ বছরের অবিরাম প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই একটা অবদানের দাবী রাখে।

www.pathagar.com

মৌলিক অধিকার আন্দোলন

বিশ্বের দিকে দিকে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। পুঁজিবাদ যাদের অধিকার ধ্বংস করেছে, তারা আজ মরিয়া হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত। সমাজতন্ত্র যে মানবাধিকার হরণ করে নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গোটা মানবতা আজ সোচ্চার। এ মুহূর্তে মানব সমাজ নতুন করে ইসলামের দিকে ধাবিত হবে নিঃসন্দেহে। কারণ, ইসলাম সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে চায়। সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা কতে চায়। আর প্রকৃতপক্ষে মানবজাতিকে কেবলমাত্র দাসত্বের অধীনে আনাটাই মৌলিক মানবীয় অধিকার ভোগ করার নিশ্চিত গ্যারান্টি। কারণ মানবরূপী ছোট বড় প্রভুরাই মানুষের অধিকার হরণ করে থাকে। ইসলামের এই মৌলিক আহবান জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ফলে আজ বিশ্বব্যাপী মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে এবং মৌলিক অধিকার হরণকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে জামায়াত মৌলিক অধিকারের বিষয়ে যেসব বক্তব্য পেশ করেছে, সেগুলো সামনে রাখলে জামায়াতের এ অবদানের স্বীকৃতি না দিয়ে পারা যাবে না। মৌলিক অধিকারের নামে মানবরচিত মতবাদগুলোর ছলনা একদিকে যেমন স্পষ্ট করা হয়েছে, অন্যদিকে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের রূপরেখাও উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

এক ঃ ১২১৫ খৃস্টাব্দে রাজা জন ইংল্যান্ডে যে ম্যাগনাকার্টা জারি করেছিলেন তা ছিল মূলত তার ব্যারন (Barons) বা নিম্নতম অভিজাত শ্রেণীর চাপের ফল। এটা ছিল রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটি ঘোষণা স্বরূপ এবং তা রচিত হয়েছিল মোটামুটি অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থেই। এতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পরবর্তীকালের লোকেরা তার মধ্যে এমন কিছু অর্থ আবিষ্কার করেছে, যা এর রচয়িতাদের সামনে পেশ করলে হয়তো তারা বিস্মিতই হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর আইনজীবীরা তার মধ্যে এ অর্থ আবিষ্কার করে যে, ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের এতে আদালতে বিচারাধীন মামলা ট্রায়াল বাই জুরি (Trial by jury) বা বেআইনী গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে আবেদন (Right of habeas corpus) এবং কর আরোপের ইখতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ মানুষের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের উপর আক্রমণ করার যত উপায় ও

www.pathagar.com

পন্থা হতে পারে, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক. রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার

মানুষের মৌলিক মানবাধিকারসমূহের মধ্যে ইসলাম একটি বড় অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। তা হলো সমাজের সমস্ত মানুষের সরকারী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষের পরামর্শক্রমে সরকার গঠিত হবে। কুরআন বলেছে,

لیستخلفنہم فی الارض -

"আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন।" (সুরা নূর ঃ ৫৫)

এখানে আল্লাহ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি কিছু সংখ্যক লোককে নয় বরং গোটা জাতিকে খিলাফত দান করবো। সরকার শুধু এক ব্যক্তির, এক পরিবারের কিংবা একশ্রেণীর হবে না। বরং তা হবে গোটা জাতি ও মিল্লাতের এবং সব লোকের পরামর্শের ভিত্তিতে তা অস্তিত্ব লাভ করবে। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

ولا تطيعوا امر المسرفين -

"সেই লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না" (শু'আরা ঃ ১৫১)

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا -

"এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার দিলকে আমরা স্মরণশূন্য করে দিয়েছি।" (কাহাফ ঃ ২৮)

واجتنبوا الطاغوت -

"এবং তাগূতের বন্দেগী হতে দূরে থাক।" (নাহল ঃ ৩৬)

و تلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد -

www.pathagar.com

"এ হলো আদ! তাদের রবের আয়াতকে তারা অমান্য করলো, তাঁর নবী রসূলগণের কথাও তারা মানল না! আর সত্য দীনের প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনকে তারা অনুসরণ করলো।" (হূদ ঃ ৫৯)

খ. যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

ইসলামের দেয়া মৌলিক অধিকারের মধ্যে আরেকটি অধিকার হলো, যে কোন মানুষের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَنْ ظُلِمَ-

অর্থাৎ যালিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার মযলুমের আছে। (আন নিসা ঃ ১৪৮)

গ. স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আধুনিককালে যাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশ (Freedom of expression) বলা হয়।

ঘ. অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা

দ্বিতীয় যে কথাটি কুরআন থেকে জানা যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো– নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং অসুস্থ নিজ জাতির লোক থেকে বা শত্রু কওমের লোক থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের উপর আঘাত করা বৈধ নয়।

ঙ. ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ

ইসলামের আরো একটি নীতি হলো অন্যায়ভাবে কোন মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। হযরত উমর (রাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

لا يؤسر رجل فى الاسلام الابحق -

"ইসলামী নীতিতে অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে বন্দী বা গ্রেফতার করা যাবে না।" এই নীতির ভিত্তিতে ইনসাফের এমন একটি ধারণা পাওয়া যায়, যাকে আইনের আধুনিক পরিভাষায় নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ পদক্ষেপ

www.pathagar.com

(Judicial process of law) বলা হয়। অর্থাৎ কারো স্বাধীনতা হরণ করার জন্য তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা, প্রকাশ্য আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুরোপুরি সুযোগ দেয়া– এসব ছাড়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণকে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা বলা যাবে না। এটা সাধারণ বিবেক বুদ্ধির দাবী যে, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া ছাড়া ইনসাফ হতে পারে না। কাউকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার বা বন্দী করা হবে এরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ ইসলামে নেই। কুরআন ন্যায়ের দাবী পূরণ করা ইসলামী সরকার ও বিচার বিভাগের জন্য আবশ্যিক বিষয় করে দিয়েছে।

চ. ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা

আর একটি মৌলিক অধিকার হলো মানুষের ব্যক্তি মালিকানা। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلاَ تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ –

“তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।” (বাকারা ঃ ১৮৮)

ছ. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত থেকে বাঁচার অধিকার

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করুক এবং একে অপরের ধর্মীয় নেতাদের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করুক ইসলাম তার পক্ষপাতী নয়। কুরআনে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস এবং তার ধর্মীয় নেতাদেরকে সম্ভ্রম ও মর্যাদা দিতে শেখানো হয়েছে। কুরআন বলেঃ

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ–

“তারা আল্লাহ ছাড়া আর যেসব বস্তুকে উপাস্য বানিয়ে ডাকে তোমরা তাকে (উপাস্যকে) গালমন্দ করো না।” (আনআম ঃ ১০৮)

জ. বিবেক ও স্বাধীন আকীদা—বিশ্বাসের অধিকার

ইসলাম মানবতাকে দিয়েছে لا اكراه فى الدين –

“দীনের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তির অবকাশ নেই” (বাকারা ঃ ২৫৬) এর

www.pathagar.com

নীতি। এ নীতি অনুসারে সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুফরী বা ঈমান এ দু'টি পথের যে কোনটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, ইসলামী বিধান এবং মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য কি স্বাধীনভাবে সভা সমাবেশ করার অধিকার আছে? খারিজীদের আত্মপ্রকাশের ফলে এ প্রশ্নটি প্রথম আসে হযরত আলী (রাঃ) এর সামনে। তিনি তাদের স্বাধীন সমাবেশের অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি খারিজীদের বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরবারির সাহায্যে জবরদস্তিমূলকভাবে অন্যদের উপর তোমাদের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা না চালাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

ঝ. নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হবে। ব্যক্তি বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ, গোষ্ঠী বিশেষ সরকার পরিচালনার নামে জনগণকে শোষণ করে বেড়াবে, তা হবে না। এ আওয়াজ আজ বিশ্বের সর্বত্র। মূলত গোটা বিশ্ব এই মতের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী তার জন্মলগ্ন থেকেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নতুবা শাসকরূপী শোষকদের হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো জামায়াতের গণতন্ত্রের সপক্ষে নিরলস সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে।

গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রাণশক্তি এবং মৌলিক প্রয়োজন

"এখন যদি এ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আমাদের দেশের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকই হতে হবে, তাহলে গণতন্ত্রকে তার সত্যিকার প্রাণশক্তিসহ গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে এবং তার মধ্যে একনায়কত্বের কোন প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ করা চলবে না। কারণ এছাড়া গণতন্ত্র সঠিকভাবে চলতে পারে না এবং সে কোন সুফলও দেখাতে পারে না যা তার থেকে আশা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে গণতন্ত্রের সাথে সাথে আরও পাঁচটি মূলনীতির সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে হবে। তা হচ্ছেঃ

প্রথম–ইখতিয়ার বন্টনের নীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের (শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন সভা) ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের পরিসীমা সুস্পষ্টরূপে পৃথক হওয়া।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়–নাগরিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং তা সংরক্ষণের জন্যে বিচার বিভাগের সক্ষম হওয়া।

তৃতীয়– নির্বাচনের স্বাধীনতা ও তার নিরাপত্তার জন্যে এমন আইন প্রণয়ন করা ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নির্বাচনের ফলাফল প্রকৃতপক্ষে জনমতের ভিত্তিতেই হবে।

চতুর্থ–আইনের শাসন। অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের জন্যে একই আইন হবে এবং সকলে এ আইন মেনে চলতে বাধ্য হবে। আর আদালতের এ অধিকার থাকবে যে, সকলের উপরে সে তা অবাধে প্রয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চম– সরকারী কর্মচারীদের– তারা সামরিক হোক অথবা বেসামরিক– রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তারা প্রত্যেকে ঐসব শাসকের শাসন পদ্ধতি মেনে চলবে যাদের উপরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আইনানুগ পন্থায় দেশের শাসন ক্ষমতা সমর্পণ করবে।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই এমন এক পদ্ধতি যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, দেশ তার নিজের। দেশের ভালোমন্দ তার নিজেরই ভালোমন্দ এবং ভালো ও মন্দ হওয়াটা নির্ভর করে তার সিদ্ধান্ত সঠিক বা ভ্রান্ত হওয়ার উপর। এটাই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামষ্টিক অনুভূতি জাগ্রত করে। এতে করে একজন ব্যক্তির মধ্যে দেশের কার্যকলাপে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে অবশেষে এটা সম্ভব হয় যে, দেশের কল্যাণার্থে কাজ করার জন্যে এবং দেশকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারবে। আর যতো ব্যবস্থা রয়েছে–তা সে রাজতন্ত্র হোক, একনায়কত্ব অথবা মুষ্টিমেয় লোকের শাসন (OLIGARCHY) হোক, তার মধ্যে জনগণের অবস্থা এই যে, তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। অবস্থার পরিবর্তন অথবা ভাঙ্গাগড়ায় তাদের মতামত ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার যখন কোন অধিকারই নেই, তখন সেসব বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা করা তারা ছেড়ে দেয়। গণতন্ত্রের যত প্রকারের দোষত্রুটিই থাক না কেন, এ বিরাট ক্ষতির তুলনায় তা কিছুই নয়।”[২৪]

“শাসন ব্যবস্থা তাদের সকলের অথবা অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের মরযী মোতাবেক চলতে হবে। নীতিগতভাবে এবং কার্যত তাদের এ অধিকার থাকা উচিত যে, তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী শাসক নির্বাচন করবে এবং স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করবে।”[২৫]

২৪· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

২৫· মাওলানা মওদূদী ঃ জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীল গণতন্ত্র

www.pathagar.com

আজ যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, সে ব্যাপারে জামায়াতের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজে কোন ব্যক্তি বা দলের (Group) পক্ষে ডিকটেটর হয়ে বসার বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকতে পারে না। এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর খলীফা। জনগণের খিলাফত অধিকারকে হরণ করে নিরংকুশ প্রভূ ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সামাজিক শাসন ও শৃংখলা স্থাপনের জন্যই ইসলামী সমাজের প্রত্যেক নাগরিক। ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক খলীফা–নিজ নিজ খিলাফত অধিকার যখন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত (Concentrated) করে, তখন সেই হয় ইসলামী সমাজেরশাসনকর্তা।"২৬

নির্বাচন ও নিরপেক্ষতা

নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল জনগণের মতামত প্রতিফলিত হতে পারে। আর নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। এ ব্যাপারে জামায়াতের বলিষ্ঠ বক্তব্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

"নির্বাচন হতে হবে অবাধ ও আইনের চোখে সকলে হবে সমান। নির্বাচনে স্বাধীনতারও এই অবস্থা। গণতন্ত্র তাকেই বলে যে, মানুষ তার স্বাধীন মরযী মুতাবেক যাকে খুশী তাকে শাসনকার্য চালাবার জন্যে নির্বাচিত করবে। তারপর যখন ইচ্ছা তখন আপন মরযী মতো তাকে পরিবর্তন করবে। এটা কেমন করে হতে পারে এবং কিভাবে তা অক্ষুন্ন থাকে, যদি চাপ সৃষ্টি করে, প্রলোভন দেখিয়ে, প্রতারণা ও কৌশল অবলম্বন করে নির্বাচনের ফলাফল জনমতের পরিপন্থী করা হয়? এমতাবস্থায় তো জনগণকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার এবং নির্বাচনের অধিকার দেয়া ও না দেয়া সমান।"২৭

"ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে: ان اكرمكم عند الله اتقاكم

তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানার্হ (হুযুরাত ঃ ১৩)

এই মূলনীতি অনুযায়ী। অন্য কথায়, যার নৈতিক চরিত্র ইত্যাদির উপর মুসলিম জনগণের পূর্ণ আস্থা থাকবে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কেবল তাঁকেই

২৬· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
২৭· মাওলানা মওদূদী ঃ জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীল গণতন্ত্র

www.pathagar.com

নির্বাচিত করা হবে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার তাঁরই হবে। তাঁর উপর নিঃসঙ্কোচে আস্থা স্থাপন করতে হবে। ভরসা করতে হবে।

তিনি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসরণ করে চলবেন, ততদিন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেকটি নাগরিকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

'আমীর' (রাষ্ট্রপতি) সমালোচনার উর্ধে নন। প্রত্যেক মুসলমানই তাঁর সমালোচনা করতে পারবে। কেবল তাঁর সামাজিক কাজকর্ম সম্বন্ধেই সমালোচনা করা যাবে তা নয়; তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। (প্রয়োজন হলে) আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। আইনের চোখে তাঁর মর্যাদা সাধারণ নাগরিকদের সমান হবে, তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যেতে পারবে এবং আদালতে তিনি কোন বৈষম্যমূলক মর্যাদা পাবার অধিকারী হবেন না।

আমীর পরামর্শ করে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। সেই জন্য একটি 'মজলিসে শূরা' বা পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। 'মজলিসে শূরার' প্রতি জনগণের অবিচল আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই জন্য শূরার সদস্যগণকে মুসলিম নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়, যদিও খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে জনগণের ভোটে শূরার সদস্য নির্বাচনের কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।"[২৮]

ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক ভারসাম্য

ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের মূলকথা। আবার ব্যক্তি অধিকারের নামে সমাজের ক্ষতি করা বা সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করা কখনো কল্যাণকর নয়। তাই ইসলাম একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের এই নীতিকে জামায়াতে ইসলামী আধুনিক মানসপটে বদ্ধমূল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে জামায়াতের বলিষ্ঠ বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"ইসলামী সমাজে কোন ব্যক্তি বা দলের জন্মগত সামাজিক মর্যাদা কিংবা পরিগৃহীত পেশার দিক দিয়ে কারো জন্য কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা যাবে

২৮ মাওলানা মওদূদীঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

www.pathagar.com

না এবং কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা, প্রতিভার স্ফূরণ এবং ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সাধনের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা যেতে পারে না। সমাজের অন্যান্য সকলের ন্যায় উন্নতি লাভের সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যেক মানুষই সমানভাবে লাভ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাভাবিক শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে উন্নতি লাভ করতে পারবে– যতখানি উন্নতি লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব। উন্নতি লাভের সকল দুয়ারই সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। কেউ কারো অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। ইসলামী আদর্শে এই অবাধ সুযোগ লাভের ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান রয়েছে। ইসলামী সমাজে দাস ও দাসপুত্রকেও সামরিক অফিসার এবং প্রাদেশিক গবর্নর পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়েছে। আর বড় বড় অভিজাত বংশের নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাদের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। চামড়ার জুতা সেলাই করতে করতে উঠে নেতৃত্বের উচ্চতম আসনে আসীন হলো–ইসলামের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা মোটেই বিরল নয়। অসংখ্য তাঁতী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী দেশের কাযী, মুফতী ও ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা (ফকীহ) হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। আজ তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে মহান ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হচ্ছেন।

ইসলাম একদিকে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে যে ব্যক্তিতন্ত্র সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক তারও মূলোচ্ছেদ করেছে। ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপিত করা হয়েছে। এতে কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের ন্যায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমাজ গর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের বল্গাহীন গণতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিকে তার সীমা লংঘন করে সমাজ স্বার্থে আঘাত হানবারও অবকাশ দেয়া হয়নি। বস্তুত ইসলামের সমষ্টিগত জীবনের উদ্দেশ্য যা,তাই হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য।”[২৯]

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আধুনিক রাজনীতিক ও শাসকেরা এ কথাটি বলার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করে না। কিন্তু বাস্তব নজির স্থাপনে খুব কমই সফলতা অর্জন করেছে। জামায়াতে ইসলামী এই শর্তটি চিহ্নিত করতে পেরেছে যে, মানবরচিত

২৯. মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

www.pathagar.com

মতবাদের অধীনে নয়, একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। তাই জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য হলোঃ

"ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহর আইনকে তাঁর বান্দাদের উপর জারি করাই হচ্ছে বিচারকের কাজ। তিনি আদালতের আসনে আমীর বা খলীফার প্রতিনিধি হয়ে বসবেন না। বস্তুত তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই তথায় আসীন হবেন। অতএব, আদালতের সীমার মধ্যে স্বয়ং খলীফার (রাষ্ট্রপ্রধান) পদমর্যাদারও কোন গুরুত্ব থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন কোন ব্যক্তিই স্বীয় ব্যক্তিগত, বংশীয় বা সরকারী পদমর্যাদার দরুন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। মজুর, কৃষক, দরিদ্র প্রভৃতি সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। এমনকি স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধেও এই মোকদ্দমা পেশ হতে পারে এবং ফরিয়াদীর স্বত্ব প্রমাণিত হলে আল্লাহর আইন খলীফার প্রতিও প্রযোজ্য হবে। বিচারক এই কাজে সাধারণ নাগরিকের উপর যেমন আল্লাহর আইন জারী করে থাকেন, অনুরূপভাবে খলীফার উপরও তা জারী করবার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

অনুরূপ স্বয়ং খলীফারও কারো বিরুদ্ধে নিজের কোন অভিযোগ থাকলে তিনি স্বয়ং শাসনকর্তাসুলভ ক্ষমতার বলে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তিনিও একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আদালতের দুয়ারে উপস্থিত হতে বাধ্য হবেন।"[৩০]

এইভাবে বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নির্বাচন পদ্ধতি কার্যকর করার আহবান জানিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। আমরা দুঃখজনকভাবে দেখি, অতীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে পরিচিত ইংল্যান্ডের Glorious Revolution ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে পারেনি। বিপ্লবপূর্ব ও উত্তরকালে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া এবং বিনা বিচারে মানব হত্যার নির্মম ইতিহাস রয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা তো আরো মর্মন্তুদ। বিপ্লবকালে ও বিপ্লবের পরের পৈশাচিক হত্যাকান্ড ভুলে যাবার কথা নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীতে যেখানেই হয়েছে, গণহত্যা ছাড়া এ বিপ্লব

৩০· মাওলানা মওদূদী ঃ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

www.pathagar.com

কোথাও সফল হয়নি। এ সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা শতাব্দীর গণমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লব বলতে জ্বালাও পোড়াও, ধ্বংসযজ্ঞ, খুন ও সংঘাত সংঘর্ষ ইত্যাদিকেই যেনো বুঝা হতো। জামায়াতে ইসলামী বিপ্লবের এ ধ্বংসাত্মক ধারণার বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে এবং সংযোজন করেছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের এক নতুন ধারা।

নারী ও পর্দা

নারী ও পুরুষ নিয়েই মানব সভ্যতা। কারও গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারীকে নিয়ে যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন অসম ব্যবহার করা হয়েছে। মানব মরযীর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সমাজে নারীকে হেয়ই করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সংকীর্ণমনা ধর্মযাজকেরা এ যুলুমে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে সমাজে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নারীকে মর্যাদা দেয়ার নামে সে আর এক বল্লাহীনতা। একদিকে দাসত্বের শৃংখল, অন্যদিকে বল্লাহীন স্বাধীনতা। দুই চূড়ান্ত অবস্থাই নারীর মর্যাদা ও নারীত্বের অবমাননা। মানবসভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে যা বড় ধরনের অন্তরায়। ইসলাম যে এর প্রতিবাদ করে একটি সুন্দর সভ্যতা রচনার ভারসাম্যপূর্ণ পথ নির্দেশনা দেয় মানুষ তা ভুলে গিয়েছিল। বরং সংকীর্ণমনা ধর্মযাজকদের ভূমিকার সাথে ইসলামের ভূমিকাকে একাকার করে একটি নিষ্ঠুর ভুলকে প্রতিষ্ঠা করে তুলেছিল। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। তিনি একদিকে প্রতিষ্ঠিত ভুলকে তুলে ধরেন, অপরদিকে ইসলামের সুন্দর শাশ্বত নারী মুক্তি ও মর্যাদার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পেশ করেন। এ ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

অধিকারের প্রশ্নে

"নারী অধিকার নির্ধারণে ইসলাম ৩টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেঃ

(১) পুরুষকে নিছক পরিবারের শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তার সুযোগ গ্রহণ করে সে যেন অন্যায় করতে না পারে এবং

www.pathagar.com

এমনও যেন না হয় যে, শাসক ও অনুগতার মধ্যে প্রভু ও দাসীর সম্পর্কে পরিণত হয়।

(২) নারীকে এমন সব সুযোগ দান করতে হবে যার দ্বারা সে সমাজ ব্যবস্থা গন্ডির মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভার পরিস্ফূরণ করতে পারে এবং তামাদ্দুন গঠনে যথাসম্ভব ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৩) নারীর উন্নতি ও সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যেন সম্ভব হয়। কিন্তু তার উন্নতি ও সাফল্য যা কিছুই হবে তা নারী হিসেবেই হবে। তার পুরুষ সাজবার কোন অধিকার নেই এবং পুরুষোচিত জীবনযাপনের জন্য তাকে গড়ে তোলা না তার জন্য, না তামাদ্দুনের জন্য মঙ্গলকর। আর পুরুষোচিত জীবনযাপনে সে সাফল্য লাভও করতে পারে না।" (পর্দা ও ইসলাম, ১৯৬–১৯৭ পৃষ্ঠা)

স্ত্রীর উপরে স্বামীকে যে সকল অধিকার দেয়া হয়েছে, সদাচরণ ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের সহিত তা প্রয়োগ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন বলেঃ

وعاشروا بالمعروف -

"নারীদের সংগে সদ্ব্যবহার কর।" (নিসা ঃ ১৯)

ولا تنسوا الفضل بينكم -

"পারস্পরিক সম্পর্ককে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল করতে ভুলো না।" (বাকারা ঃ ২৩৭)

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে নারী পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য কায়েম করা হয়েছে। ধন প্রাণ ও মান সম্মানের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামে নারী পুরুষের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য রাখা হয় নাই।" (পর্দা ও ইসলাম, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

ইসলামী সমাজে নারীকে এত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন মুসলমান নারী পার্থিব জীবনে এবং দানের ব্যাপারে বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ও ভাল বুদ্ধির দিক দিয়ে সম্মান ও উন্নতির এমন উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে পারে, যেখানে পুরুষই কেবল আরোহণ করতে পারে। তার নারী জীবন কোন দিক দিয়েই এ পথে প্রতিবন্ধক নয়। (পর্দা ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ঃ ২০৭)

www.pathagar.com

পর্দা সংক্রান্ত

ইসলামী পর্দা কোন জাহিল প্রথা নয়; বরং একটি জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত আইন। জাহিল প্রথা স্থবির, অপরিবর্তনশীল, যে প্রথা যেভাবে প্রচলিত হয়েছে, কোন অবস্থাতেই তার মধ্যে কোন পরিবর্তন করা যায় না। যা গোপন হয়েছে তা চিরদিনের জন্য গোপন রয়ে যায়, মরে গেলেও তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধি বিবেকসম্মত আইনে থাকে নমনীয়তা, অবস্থা অনুযায়ী এর মধ্যে কঠোরতা ও লাঘবতার অবকাশ থাকে, অবস্থা অনুযায়ী এর নিয়ম নীতির মধ্যে ব্যতিক্রমের পন্থাও রাখা হয়। এই ধরনের আইন অন্ধের মত মেনে চলা যায় না। এর জন্য বোধশক্তি ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বিবেকসম্পন্ন আইন মান্যকারী ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত করতে পারে, কোন্ সময় সাধারণ নিয়মনীতি পালন করা উচিত এবং কোন্ সময় আইনের দৃষ্টিকোণ হতে প্রকৃত প্রয়োজন হয়, যার জন্য ব্যতিক্রমের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। অতঃপর সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় অনুমতি দ্বারা কতখানি উপকার লাভ করতে পারে এবং উপকার লাভ করতে যেয়ে আইনের উদ্দেশ্যকে কিভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়। এই সকল কাজে প্রকৃতপক্ষে একটা পবিত্র নিয়ত বা বাসনাই মু'মিনের মনকে সত্যিকার মুফতী বানাতে পারে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নিজের মনের নিকট ফতোয়া চাও এবং মনের মধ্যে যে বিষয় সম্পর্কে খট্‌কা বা সন্দেহের উদ্রেক হয়, তা পরিত্যাগ কর।" (পর্দা ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৬৬ ও ২৬৭)

"ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আইন কানুনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের রীতি নীতির রক্ষণাবেক্ষণ, যৌন উচ্ছৃংখলতার প্রতিরোধ এবং অপরিমিত যৌন উত্তেজনার দমন। এই উদ্দেশ্যে শরীয়ত প্রণেতা তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমত, চরিত্রের সংশোধন; দ্বিতীয়ত, শাস্তিমূলক আইন এবং তৃতীয়ত, প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ সতর এবং পর্দা। এ যেন তিনটি স্তম্ভ– যার উপরে এই প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে।"

ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা

এ এমন এক সুবিচারসম্মত দৃষ্টিকোণ ও মধ্যম পন্থা যে, পৃথিবী তার উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নৈতিক নিরাপত্তার জন্য এর মুখাপেক্ষী, চরম

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষী। যেমন প্রথমেই বলেছি যে, শত সহস্র বছর ধরে তামাদ্দুনে নারীর অর্থাৎ মানব জগতের অর্ধাংশের স্থান নির্ণয়ে পৃথিবী হিমৃশিম খাচ্ছে। কখনও চরম বাড়াবাড়ি এবং কখনও চরম শৈথিল্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং এই উভয় চরম প্রান্তই তার জন্য ক্ষতিকারক প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এই ক্ষতির সাক্ষ্যদান করে। এই উভয় চরম প্রান্তের মধ্যে সুবিচার ও মধ্যম পন্থা হচ্ছে তাই, যা ইসলাম উপস্থাপিত করেছে। এটাই জ্ঞান ও প্রকৃতিসম্মত এবং মানবীয় প্রয়োজনের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগে এমন সব বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' হৃদয়ংগম এবং তার মর্যাদাদান মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। (পর্দা ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৮৩)

"আমি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বলছি যে, পৃথিবী এবং আকাশ যে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে পরিপূর্ণ সাম্য শৃংখলা দেখতে পাওয়া যায়, একটি অণুর গঠন এবং সৌর ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে যে ধরনের পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য এবং সাদৃশ্য আপনি দেখতে পান, ঠিক সেই ধরনের ন্যায়নীতি, সাম্য শৃংখলা, ভারসাম্য এবং সৌষ্ঠব এ সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান।" (পর্দা ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৮৬)

এভাবে নারী মুক্তি ও পর্দার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য দিয়ে যুগ মানসপটে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষের যুক্তির রাজ্যে যা আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। চরম পন্থা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বিশ্ববাসী এতদিন যে চরম পন্থার অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়েছে, জামায়াত সেক্ষেত্রে এক মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ফলে এ চেতনা ও ধারণা আজ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। দিন দিন মানুষ পুরনো বস্তাপচা চরম পথ পরিত্যাগ করে স্বভাবত মধ্যম পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের কালেমায় বিশ্বাসী সকল মানুষই এদিকে অগ্রসর হয়েছে। এমনকি এর বাইরের জনমতেও প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমরা আশা করি, খুব অল্প সময়ের ভেতরই বিশ্বের নারী সমাজ এ পূত পবিত্র স্রোতে অবগাহন করবে। এক শান্তিময় বারিবর্ষণ গোটা মানবতাকে সিক্ত করবে।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আমি এ নিবন্ধে এ পর্যন্ত বিগত পঞ্চাশ বছরের কার্যক্রমের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বিশ্ব পরিস্থিতির উপর যে প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমি তা বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখ করে পেশ করেছি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার সবটুকু জামায়াতে ইসলামীর অবদান তা ঠিক নয়। তবে জামায়াতে ইসলামীর অবদান উল্লেখযোগ্য। জামায়াতের একার পক্ষে যেমনি এ অবদান রাখা সম্ভব ছিল না, তেমনি জামায়াতকে বাদ দিয়েও এটা হতো না। এখানে আরও একটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যে চেতনায়, সুবিন্যস্ত পরিকল্পনায় এর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাতে আরও কিছু পাওয়ার ব্যাপার ছিল বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কারণ পঞ্চাশটি বছর একটি আন্দোলনের জন্য কম সময় নয়। তবে সে পর্যালোচনা অন্যভাবে করা যেতে পারে। আজ একটি শতাব্দীর শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে নতুন একটি শতাব্দীর প্রতীক্ষায় আমরা যারা আছি, তাদের দায়িত্ব অনেক। তাদের নিকট দেশবাসী, বিশ্ববাসীর অনেক প্রত্যাশা। আমার মতে তাদের পক্ষে এ প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে, যাদের কথা মাওলানা মরহুম তাঁর 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' বইতে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

এই মহান ও কঠোর কর্তব্য সাধনের জন্য চাই দুঃসাহসী ও অনমনীয় একদল যুবক, যারা সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে স্বকীয় জীবনাদর্শে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মূল লক্ষ্যবস্তু হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য কোন দিকে ক্ষণিকের জন্যও দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে না। পারিপার্শ্বিক দুনিয়ায় যাই ঘটুক না কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য ও আদর্শ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না। পার্থিব জীবনের ব্যক্তিগত ও স্বার্থ উন্নতির সকল সম্ভাবনার দ্বার তারা স্বহস্তে বন্ধ করে দিবে। নিজের ও পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনের সকল প্রকার সুখ স্বপ্ন বিপ্লবী কর্ম চাঞ্চল্যের রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। বন্ধু স্বজনের বিচ্ছেদ তাদেরকে কাতর করবে না। তাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের পথে সমাজ, রাষ্ট্র আইন, জাতি, স্বদেশ যাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারই মূলোচ্ছেদের জন্য তারা সংগ্রাম করবে। বস্তুত এই ধরনের অনমনীয়, দুর্ধর্ষ ও

www.pathagar.com

দুর্বার সংগ্রামী মানুষই আল্লাহর কালেমা কায়েম করতে পারে, অতীতেও কেবল তারাই বুলন্দ করেছে।

আর বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও কেবল তারাই তা করতে সমর্থ হবে– অন্য কেহ নয়। কেবল এই শ্রেণীর লোকেরাই এই বিরাট কর্তব্যের পথে অগ্রসর হলে এর সাফল্য সুনিশ্চিত। আসুন আমরা নিজদেরকে সেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বছর

বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

www.pathagar.com